Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সামাজিক নিরীক্ষা

নিরাপদ পানি

সিবিও প্রতিনিধি

পিরোজপুর এবং সাতক্ষীরার পক্ষ হতে

ঢাকাঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

ভূমিকা

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি'র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে
- যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২ টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মকৌশল প্রয়োজন হবে
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করে
- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ", শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনসম্প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

ভূমিকা

- সামাজিক জবাবদিহিতা কৌশলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় এবং স্থানীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়
- যেহেতু প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হবে সেদিকগুলোকে মাথায় রেখে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে
- আলোচ্য এলাকায় (সাতক্ষীরা) সামাজিক নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে এসডিজি ৬ (নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন)-এর আওতায় নিরাপদ পানি সেবা নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকার ভৌগোলিক বিপন্নতার প্রেক্ষিত (উপকূলীয় অঞ্চল) এবং এসডিজি সংশ্লিষ্ট প্রধান একটি উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করা হয়েছে
- নিরাপদ পানিতে অভিগম্যতা রয়েছে এমন জনসংখ্যার অনুপাতের (৭৩.৫%) দিক দিয়ে পিরোজপুর বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬০তম এবং নিরাপদ পানি সেবার পর্যাপ্ত আওতাধীন আছেন এমন জনসংখ্যার অনুপাতের (৭.৭%) দিক দিয়ে পিরোজপুর বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৫তম (ACBSS, ২০১৭)

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

❑সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য সিবিও নেতাদের নিয়ে সোশ্যাল অডিট টিম গঠন করা হয়। সোশ্যাল অডিট টিম নিরাপদ পানি সেবার সার্বিক দিক বিবেচনায় সিবিওদের অংশগ্রহণে চূড়ান্তকৃত প্রশ্নপত্রের উপর সেবা গ্রহনকারী এবং সেবা প্রদানকারী উভয়ের মাঝে মৌখিক সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাতকার প্রদানকারীদের একটি সার্বিক পরিসংখ্যান নিচে তুলে ধরা হলঃ

উত্তরদাতা	পিরোজপুর	সাতক্ষীরা
সেবা গ্রহীতা	৪৬	১১৫
সেবা গ্রহণ করেনা এমন	৪৪	৭৯
সেবা প্রদানকারী		
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ডিপিএইচই)	০১	০৩
উপজেলা/ইউপি চেয়ারম্যান	০৩	০১
ইউপি সদস্য	০৩	০৭
সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১	১১
মোট সেবা প্রদানকারী	০৮	২২
সর্বমোট	**৯৮**	**২১৯**

পর্যবেক্ষণসমূহ

পর্যবেক্ষণসমূহ

সাধারণ সুযোগ সুবিধা

❑ **পিরোজপুর ও সাতক্ষীরায় পর্যাপ্ত পরিমানে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নেই**

- পিরোজপুরে সেবাগ্রহীতা এবং সেবা প্রদানকারীদের তথ্যমতে এলাকায় নিরাপদ পানির উৎসগুলো হচ্ছে গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, পিএসএফ এবং বৃষ্টির পানি। কিন্তু এতে শতকরা **১০-১৫%** মানুষের নিরাপদ পানির চাহিদা পূরণ হয়
- **সাতক্ষীরায় জরিপকৃত প্রায় সকল উত্তরদাতার মতে সরকারি, বেসরকারি এবং ইউনিয়ন পরিষদের সেবা এলাকার চাহিদা/প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত**

❑**অনেকক্ষেত্রেই নিরাপদ পানির উৎসগুলো দূরে অবস্থিত হওয়ার পানি সংগ্রহে কষ্ট এবং সময় ব্যয় হয়**

- পিরোজপুরে জরিপকৃত প্রায় **৫০% এবং ২০%** সেবাগ্রহীতা বলেছেন নিরাপদ পানির উৎস তাদের আবাস্থল হতে আধা কিলোমিটার হতে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত
- পিরোজপুরে জরিপকৃত প্রায় প্রায় **৮৫%** উত্তরদাতা বলেছেন তারা পায়ে হেঁটে পানি সংগ্রহ করেন। ফলে পানি সংগ্রহ করতে তাদের গড়ে ৩০ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় লাগে। এক্ষেত্রে সাতক্ষীরায় জরিপকৃত **৯২%** উত্তরদাতা গড়ে ৩ কিঃমিঃ পায়ে হেঁটে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁদের ভোগান্তির কথা বলেছেন

আর্থিক ব্যয়

❑**নিরাপদ পানি সেবা বিনামূল্যে পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় সেবা গ্রহণ করতে আর্থিক ব্যয় হয়**

- পিরোজপুরে প্রায় ১৩% এবং সাতক্ষীরাতে প্রায় ৫০% সেবাগ্রহীতা বলেছেন সেবা পাওয়ার জন্য তাদের মাসে ৬০০-১,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

পর্যবেক্ষণসমূহ

জনবল

❑নিরাপদ পানি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি রয়েছে

- উপজেলা কাঠামো অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের আওতায় উপ-সহকারীর অধীনে ৭ জন কর্মী থাকার কথা থাকলেও পিরোজপুরে আছে মাত্র ৩ জন এবং সাতক্ষীরাতে ৫ জন
- পিরোজপুরে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপ-সহকারীর অধীনস্থ কোন কর্মী নেই

বরাদ্দ

❑নিরাপদ পানি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত বাজেট চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের তথ্য মতে নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সেবা পাওয়ার জন্য সাধারন জনগণের আবেদন পেলে যাচাইবাছাই করে দারিদ্রের হার এর ভিত্তিতে ৫০০ পরিবারের জন্য ১টি টিউবওয়েল এর ব্যবস্থা করা হয়
- গত পাচঁ বছরে ১টি ইউনিয়ন পরিষদের কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেটে সুপেয় পানির জন্য কার্যক্রম এবং বাজেট রাখা হয়েছিল কিন্তু ২টিতে ছিল না
- ইউপি সদস্যদের তথ্যমতে গত বছর গুলিতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেটে নিরাপদ পানির জন্য ওর্য়াড পর্যায় থেকে বাজেট রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু তা রাখা হয়নি

পর্যবেক্ষণসমূহ

ব্যবস্থাপনা

- **সেবাপ্রাপ্তির স্থান নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব অথবা বিবেচনা অনেকক্ষেত্রেই যথাস্থানে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়**
  - উদাহরণ হিসেবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত গভীর নলকূপের কথা বলা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব নলকূপ স্থাপনের জায়গা নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে
- **পানির উৎস নিয়মিত পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে**
  - জরিপকৃত সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৮৫% বলেছেন পানির উৎস পরীক্ষা করা হয় না
  - এছাড়া প্রায় ৭৮% সেবাগ্রহীতা বলেছেন পানির উৎস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন কমিটি নেই। কমিটি যা আছে তার সদস্য বেশীরভাগ দলীয় নেতা ও কিছু এলাকার মানুষ

পর্যবেক্ষণসমূহ

মনিটরিং এবং মূল্যায়ন

❑ **স্থাপিত নলকূপসমূহের তদারকির ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। পানির গুনগত মানও নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় না**

- পিরোজপুরের জরিপকৃত প্রায় ৭৮% সেবাগ্রহীতা বলেছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির নিয়মিত পরিদর্শন হয় না
- এছাড়া ৩ জনের মধ্যে ২ জন ইউপি চেয়ারম্যানই বলেছেন কোন প্রকারের মনিটরিং সিস্টেম চালু নেই

সচেতনতা

❑ **সেবাগ্রহীতা এবং সেবা প্রদানকারী উভয়পক্ষেই সেবার প্রাপ্যতা, মূল্য, নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে**

- পিরোজপুরের জরিপকৃত প্রায় ৩৯% সেবাগ্রহীতা বলেছেন তারা জানেন না যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরাপদ পানির সেবা প্রদান করেন। সাতক্ষীরাতে জরিপকৃত প্রায় ৩২% উত্তরদাতার ইউনিয়ন পরিষদের সেবা সম্পর্কে সচ্ছ ধারণা নেই
- এছাড়াও তারা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পানির গুনগত মান পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি কত তা জানে না
- ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার জানেন না তিনি ইউনিয়ন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য কি না

সুপারিশসমূহ

সুপারিশসমূহ

১. বৃষ্টির পানি ও জলাশয়ের পর্যাপ্ততা বিবেচনায় সরকার, এনজিও এবং ব্যক্তি মালিকানায় জলাশয়ের পাশে পিএসএফ নির্মান ও বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং আরো গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে

২. নতুন নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কেবলমাত্র তাদের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত স্থানে তৈরি করা যেতে পারে। সরকারি কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উঠান বৈঠক বা গণজমায়েত এক্ষেত্রে কার্যকর মাধ্যম হতে পারে

৩. সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে

৪. এনজিওগুলি অত্র এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোজ-খবর নিতে পারেন এবং পানির ব্যবহার সম্পর্কে ফলপ্রসূ আলোচনা সভা, উঠান বৈঠক করতে পারে

৫। সুপেয় পানির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে এই ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্ধ আরও বাড়াতে হবে; এবং উন্নায়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

ধন্যবাদ